যুগান্তর
THE DAILY JUGANTOR
শুক্রবার ৩ ফেব্রুয়ারি ২০১২

যুগান্তর

বৃহস্পতিবার সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য দিচ্ছেন বিজিএমইএ'র সভাপতি

সংবাদ সম্মেলনে উদ্যোক্তাদের দাবি

পোশাক খাতে দুরবস্থার জন্য সরকারের ভুল সিদ্ধান্ত দায়ী

যুগান্তর রিপোর্ট

আগামী দিনগুলোতে পোশাক খাতে দুর্যোগ নেমে আসার আশংকা দেখা দিয়েছে। শ্রমিকদের মধ্যেও দেখা দিয়েছে চাপা ক্ষোভ। যে কোন মুহূর্তে তা বিস্ফোরিত হতে পারে। এ কারণে আতংকে রয়েছেন এ খাতের উদ্যোক্তারা। উদ্যোক্তাদের দাবি, এজন্য সরকারের ভুল সিদ্ধান্তই দায়ী। বৃহস্পতিবার আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে তৈরি পোশাক খাতের তিন সংগঠন বিজিএমইএ, বিকেএমইএ এবং বিটিএমইএ নেতারা এসব কথা বলেন। রাজধানীর কাওরান বাজারের বিজিএমইএ সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত এ সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সভাপতি সফিউল ইসলাম মহিউদ্দীন, বিকেএমইএ ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম, বিটিএমএ সভাপতি জাহাঙ্গীর আলামীন। ব্যাংক উচ্চ সুদের হার, বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ সংকট, নাজুক ব্যালেন্স অব পেমেন্ট ও টাকার অবমূল্যায়নে সমালোচনা করেন তারা। এছাড়া পোশাক খাত ঘিরে অপতৎপরতা চলছে বলেও তারা অভিযোগ করেন। সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে বিজিএমইএ'র সভাপতি শফিউল ইসলাম মহিউদ্দিন বলেন, বিশ্বমন্দার কারণে চলতি অর্থবছরের প্রথম ছয় মাসে রফতানি লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় ২ দশমিক ৮৬ শতাংশ কম হয়েছে। গত নভেম্বর ও ডিসেম্বরে রফতানি

আদেশ ইউটিলাইজেশন ডিক্লারেশন (ইউডি) কমে গেছে ২০ শতাংশ। যার প্রভাব আগামী দু'একমাসেই বোঝা যাবে। পোশাকের মূল্যও কমে গেছে ব্যাপক। এর মধ্যে দেশে জ্বালানির দাম বৃদ্ধি, মজুরি বৃদ্ধি, বিভিন্ন ধরনের কর বৃদ্ধি ও মূল্যস্ফীতির কারণে ঝুঁকি ৫০ শতাংশ বেড়ে গেছে। এ পরিস্থিতিতে পোশাক খাতের রফতানি লক্ষ্যমাত্রা অর্জন অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। পোশাক খাত ঘিরে কি ধরনের অপতৎপরতা চলছে সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নে বিজিএমইএ সভাপতি মহিউদ্দিন বলেন, গণতন্ত্র এবং সরকারের শিল্পায়নের প্রতিবন্ধকতা যারা সৃষ্টি করছে তারাই শিল্প এবং দেশের বিরুদ্ধে অপতৎপরতা চালাচ্ছে। বিষয়টি আরও স্পষ্ট করে তিনি বলেন, গ্যাস নিয়ে আমরা মোটেও খুশি নই। চুক্তি অনুযায়ী পোশাক কারখানায় একটি নির্দিষ্ট চাপে গ্যাস সরবরাহ করার কথা। কিন্তু পেট্রোবাংলা তিনভাগের এক ভাগ চাপে গ্যাস সরবরাহ করছে। অথচ টাকা নিচ্ছে চুক্তির দর অনুযায়ী। তিনি বলেন, পেট্রোবাংলার হিসাব অনুযায়ী জুলাই মাসে শিল্প খাতে গ্যাসের সরবরাহ ছিল ২৮৭ এমএমসিএম। নভেম্বর মাসে তা কমে ২৭৬ হয়েছে। অপরদিকে সার কারখানাগুলোতে ১৩৯ এমএমসিএম থেকে বেড়ে ১৬৭ এমএমসিএম হয়েছে। সরকারকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে সারকারাখানা চলবে নাকি শিল্প চলবে। রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা সম্পর্কে অপর প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, রাজনীতিবিদরা এমন কোন কাজ করবেন না যাতে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হয়। শ্রমিক অসন্তোষ নিয়ে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে মহিউদ্দীন বলেন, বিভিন্ন কারণে ব্যয় বেড়ে গেলে শিল্পে চাপ বাড়লে তারা সময়মতো বেতন দিতে পারবেন না। বেতন না পেলে শ্রমিক অসন্তোষ দেখা দিতে পারে। জাহাঙ্গীর আলামীন বলেন, গ্যাস সংকটের কারণে বস্ত্র খাতে ব্যয় বাড়ছে। অনেক কারখানায় চাপ পরিমাপের যন্ত্র ইলেকট্রনিক ভলিউম কনট্রোলার (ইভিসি) বসানো হলেও অদৃশ্য কারণে সেটি চালু করা হচ্ছে না। পেট্রোবাংলা প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী গ্যাসের অবস্থার উন্নতি ঘটাতে পারেনি। উল্টো তারা কারখানার মালিকদের কাছে বাতাস বিক্রি করে টাকা নিচ্ছেন। মোহাম্মদ হাতেম বলেন, অর্থনীতি ছাড়া দেশ বা রাজনীতি চলতে পারে না। ইটিপি বাস্তবায়নে জরিমানার সমালোচনা করে তিনি বলেন, জরিমানা করে শিল্পে ইটিপি বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। তিনি বলেন, যতক্ষণ না পর্যন্ত সরকারি ব্যবস্থাপনায় কেন্দ্রীয় ইটিপি স্থাপন করা যাচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত শিল্পের ইটিপি বাস্তবায়ন করা যাবে না।

নয়া দিগন্ত
www.dailynayadiganta.com
ঢাকা, শুক্রবার, ২১ মাঘ ১৪১৮, ১০ রবিউল আউয়াল ১৪৩৩, ৩ ফেব্রুয়ারি ২০১২

বস্ত্র খাতের তিন উদ্যোক্তা সংগঠনের সংবাদ সম্মেলন

সরকারের ভেতরের লোকেরাই শিল্প ধ্বংসের ষড়যন্ত্র করছে

● অর্থনৈতিক প্রতিবেদক

সরকারের ভেতরের লোকেরাই ৬০ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগে গড়ে তোলা দেশের বস্ত্র ও তৈরী পোশাক শিল্প ধ্বংসের ষড়যন্ত্র করছে বলে অভিযোগ করেছেন এসব শিল্পের উদ্যোক্তাদের সংগঠন বিজিএমইএ, বিকেএমইএ ও বিটিএমএ নেতৃবৃন্দ। গতকাল বিজিএমইএ কার্যালয়ে তিন সংগঠনের যৌথ সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তকারীরা এতটাই শক্তিশালী যে, তারা স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণাও কার্যকর করে না। রফতানি বাণিজ্যে প্রায় সবটুকু অবদান রক্ষাকারী এবং ৫৫ লাখ শ্রমিকের কর্মসংস্থানকারী এ শিল্প রক্ষায় ষড়যন্ত্রকারীদের অবিলম্বে চিহ্নিত করে শাস্তি দেয়ারও দাবি জানান তারা।

বাংলাদেশ তৈরী পোশাক প্রস্তুতকারক ও রফতানিকারক সমিতির (বিজিএমইএ) সভাপতি শফিউল ইসলাম মহিউদ্দিন সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পড়ে শোনান। বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস অ্যাসোসিয়েশন (বিটিএমএ) সভাপতি জাহাঙ্গীর আলামীন, বাংলাদেশ নিটওয়্যার প্রস্তুতকারক ও রফতানিকারক সমিতির (বিকেএমইএ) ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মোহাম্মদ হাতেমসহ তিন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন এবং সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন।

ষড়যন্ত্র-চক্রান্তের বর্ণনা দিতে গিয়ে বিজিএমইএ সভাপতি বলেন, সরকারের ভেতরে থাকা ওই চক্রান্তকারীরা টেক্সটাইল মিলে গ্যাস বন্ধ করে দিয়ে সার কারখানায় দিচ্ছে। গ্যাসের চাপ বাড়ানোর জন্য বরাদ্দ করা টাকা পেট্রোবাংলা খরচ না করে ফেরত পাঠাচ্ছে অথচ আমাদের কাজ করছে না।

বিশ্ব অর্থনীতির বর্তমান পরিস্থিতিতে রফতানিমুখী পোশাক শিল্প ও বস্ত্র শিল্প একটি অনিশ্চিত সময় পার করছে বলে উল্লেখ ■ করে তিনি বলেন, ক্রমবর্ধমান মূল্যস্ফীতি, আমদানি ব্যয় বৃদ্ধি, ঋণাত্মক ব্যালেন্স অব পেমেন্ট, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ কমে আসা, জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধি ইত্যাদি কারণে অর্থনীতি বেশ চাপের মধ্যে রয়েছে। এ সঙ্কট উত্তরণে সরকার যখন সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণের কথা বলছে ঠিক সেই সময়টিতে দেশের বেশির ভাগ রফতানি আয় অর্জনকারী পোশাক শিল্পকে ঘিরে চলছে নানা অপতৎপরতা। আমরা যখন বুঝতে পারছি না, বিশ্ব অর্থনীতির এই সঙ্কট কতটা প্রকট ও প্রলম্বিত হতে পারে এবং যে সময়টিতে আমাদের ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পগুলো তাদের অস্তিত্ব রক্ষায় ক্রমাগত যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে, সেই সময়টিতে এ শিল্পের বিকাশ রুখতে একটি স্বার্থান্বেষী মহল তৎপর হয়ে ওঠে।

সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, সম্প্রতি পোশাক শিল্পাঞ্চলে বিশেষ করে গাজীপুর, কোনাবাড়ী ও নরসিংদী এলাকায় গ্যাসের প্রেসার মাত্রাতিরিক্তভাবে কমে গেছে। ফলে এসব এলাকার পোশাক কারখানাগুলোতে ডাইং ও ফিনিশিং প্রক্রিয়া মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। গ্যাসের প্রেসার বৃদ্ধি করার জন্য মনোহরদী-ধনুয়া-এলেঙ্গা সংযোগ লাইনে ক্রুস্টার কমপ্রেসার স্থাপনের জন্য আমরা অনুরোধ করেছিলাম, যার মাধ্যমে অতিরিক্ত গ্যাস প্রেসার পাওয়া সম্ভব হতো। কিন্তু সরকারের সঠিক সিদ্ধান্ত ও সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোর সমন্বয়হীনতার অভাবে এ শিল্প আজ হুমকির মুখে। তিনি বলেন, আজকে আমাদের পরিষ্কারভাবে সিদ্ধান্ত দিতে হবে 'সরকার কলকারখানা চালাবে নাকি সার কারখানা'? কারণ পেট্রোবাংলার হিসাব অনুযায়ী শিল্প খাতে জুলাই-২০১১ মাসে গ্যাস সাপ্লাই ছিল ২৮৭ এমএমসিএম, যা নভেম্বর-২০১১ মাসে ২৭৬ এমএমসিএম এ কমে এসেছে। অপর দিকে একই সময়ে সার-কারখানাগুলোতে গ্যাস সাপ্লাই ১৩৯ এমএমসিএম থেকে ১৬৭ এমএমসিএম-এ বৃদ্ধি করা হয়েছে।

www.kalerkantho.com
কালের কণ্ঠ
ঢাকা। ৩ ফেব্রুয়ারি ২০১২। ২১ মাঘ ১৪১৮
১০ রবিউল আউয়াল ১৪৩৩। বর্ষ ৩। সংখ্যা ২৫

পোশাক খাতের তিন সংগঠনের অভিযোগ

বাতাস বিক্রি করে টাকা নিচ্ছে পেট্রোবাংলা

নিজস্ব প্রতিবেদক ▸

সরকারের তিন বছরে পেট্রোবাংলার ভূমিকা নিয়ে খুশি নন রপ্তানিমুখী তৈরি পোশাক শিল্পের মালিকরা। পোশাক খাতের তিন সংগঠনের নেতারা একজোট হয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে বলেছেন, পেট্রোবাংলা প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী গ্যাসের অবস্থার উন্নতি ঘটাতে পারেনি। উল্টো তারা কারখানার মালিকদের কাছে বাতাস বিক্রি করে টাকা নিচ্ছে!

বিষয়টি ব্যাখ্যা করে তাঁরা বলেন, পোশাক কারখানায় চুক্তি অনুযায়ী একটি নির্দিষ্ট চাপে গ্যাস সরবরাহ করার কথা; কিন্তু পেট্রোবাংলা তিন ভাগের এক ভাগ চাপে গ্যাস সরবরাহ করছে। কিন্তু টাকা নিচ্ছে চুক্তি অনুযায়ী যে চাপ থাকার কথা–সেই দামে! অনেক কারখানায় চাপ পরিমাপের যন্ত্র ইলেকট্রনিক ভলিউম কনট্রোলার নামের যন্ত্র বসানো হলেও অদৃশ্য কারণে সেটি চালু করা হচ্ছে না। গতকাল বৃহস্পতিবার দেশের পোশাক শিল্পের সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে সংবাদ সম্মেলন আয়োজন করা হয় বিজিএমইএ ভবনে। এতে নিট পোশাক রপ্তানিকারকদের বিকেএমইএ ও টেক্সটাইল মিলমালিকদের সংগঠন বিটিএমএর নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে মূল বক্তব্য পাঠ করেন বিজিএমইএর সভাপতি শফিউল ইসলাম মহিউদ্দিন। বর্তমান বিশ্ব অর্থনীতির মন্দা পরিস্থিতিতে পোশাক খাতের অবস্থা তুলে ধরে তিনি বলেন, চলতি অর্থবছরের প্রথম ছয় মাসে রপ্তানি লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় ২.৮৬ শতাংশ কম হয়েছে। গত নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে পোশাক রপ্তানির ইউটিলাইজেশন ডিক্লারেশন (ইউডি) কমে গেছে ২০ শতাংশ। যার প্রভাব ফেব্রুয়ারি মাসে পড়বে। পোশাকের মূল্য কমে যাওয়ায় মুনাফা কমে গেছে। পাশাপাশি জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধি, মজুরি বৃদ্ধি, কর বৃদ্ধি ও মূল্যস্ফীতির উর্ধ্বগতিতে ঝুঁকি ৫০ শতাংশ বেড়ে গেছে।

এ পরিস্থিতিতে পোশাক খাতের রপ্তানি লক্ষ্যমাত্রা ২০ দশমিক ৪ বিলিয়ন ডলার অর্জিন অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে বলে উল্লেখ করে তিনি ব্যাংকের সুদের হার কমানো, বীমার প্রিমিয়ামের ক্ষেত্রে পোশাক খাতের জন্য বিশেষ হার আবার চালু করা, চট্টগ্রাম বন্দরের বিভিন্ন মাসুল প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কমানো, কেন্দ্রীয় বর্জ্য পরিশোধনাগার চালু ও গ্যাসের চাপ বাড়ানোর ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানান।

গ্যাস সমস্যা সম্পর্কে বিজিএমইএ সভাপতি বলেন, 'সম্প্রতি পোশাক শিল্পঘন এলাকা গাজীপুর, কোনাবাড়ী ও নরসিংদীতে গ্যাসের চাপ মারাত্মকভাবে কমে গেছে। চাপ বাড়ানোর জন্য আমরা মনোহরদী-ধনুয়া-এলেঙ্গা সংযোগ লাইনে চাপ বাড়ানোর যন্ত্র কমপ্রেসার স্থাপনের অনুরোধ করেছিলাম। কিন্তু পেট্রোবাংলার সঠিক সিদ্ধান্ত ও সংস্থাগুলোর সমন্বয়হীনতার কারণে আজ শিল্প হুমকির মুখে।

তিনি বলেন, পেট্রোবাংলার হিসাব অনুযায়ী, 'গত জুলাই মাসে শিল্প খাতে গ্যাসের সরবরাহ ছিল ২৮৭ এমএসসিএম। নভেম্বর মাসে তা কমে ২৭৬ হয়েছে। অপরদিকে সার কারখানাগুলোয় ১৩৯ এমএমসিএম থেকে বেড়ে ১৬৭ এমএমসিএম হয়েছে। এখন সিদ্ধান্ত নিতে হবে সার কারখানা চলবে না, অন্য শিল্প চলবে। বিদেশ থেকে একই দামে সার আমদানি করা গেলে দেশে উৎপাদন না করলেও হয়।'

বিটিএমএর সভাপতি জাহাঙ্গীর আলামিন বলেন, 'আমরা গ্যাসের বদলে বাতাস পেয়েও তার দাম দিয়ে যাচ্ছি। এর ফলে কারখানাগুলোর বড় অঙ্গের লোকসান হচ্ছে। গ্যাসের চাপ কমে যাওয়ায় কারখানা চালানো যাচ্ছে না। অনুষ্ঠানে বিকেএমইএর ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মো. হাতেম, বিজিএমইএর সহসভাপতি সিদ্দিকুর রহমান, এস এম মান্নান কচি উপস্থিত ছিলেন। সরকার কেন্দ্রীয়ভাবে বর্জ্য পরিশোধনাগার স্থাপন না করলে দেশে এটি পুরোদমে চালু করা সম্ভব নয় বলে উল্লেখ করেন মো. হাতেম।

Garment leaders call for political calm

STAR BUSINESS REPORT

Garment and textile entrepreneurs yesterday urged political leaders to shun activities that may put the economy in trouble.

A vested quarter is trying to push the country's main foreign currency earning sector -- the readymade garment (RMG) sector -- and its backward linkage industry -- the textile sector -- into a crisis, the businessmen alleged.

But they did not name any specific group or people "trying to create anarchy".

They spoke at a joint press conference on "the current situation of garment and textile sectors" at Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA) in Dhaka.

Leaders from two other associated bodies -- Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association (BKMEA) and Bangladesh Textile Mills Association (BTMA) -- also attended the programme.

STAR

Shafiul Islam Mohiuddin, *middle*, president of Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association, speaks during a joint press briefing at his office in Dhaka yesterday. Jahangir Alamin, *right*, president of Bangladesh Textile Mills Association, and Mohammad Hatem, acting president of Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association, are also seen.

"Those who want to destabilise the democracy are considered as conspirators in the country," said Shafiul Islam Mohiuddin, president of BGMEA.

Mohiuddin also said economy and politics are inter-related. If the politics passes through a troubled time, the economy will suffer, he added.

"So, we hope the political leaders will not launch any such activity in the country that will harm the economy."

The business leader also said the two sectors are passing through an uncertain period for slowdown in the global economy. Some recent government policies have also affected the sectors.

The government's excessive borrowing from the banking system has created the liquidity crisis, which is also affecting the RMG sector seriously, Mohiuddin said.

The garment sector is losing its global competitiveness due to the spiralling production cost imposed by high bank interest rates, he said.

"We urge the government to keep the lending rates at a tolerable level considering the long-term global competitiveness of the sector."

The BGMEA chief also demanded reinstatement of the premium insurance rates for garment exporters that the country's insurers recently scrapped and introduced a standard rate as per the recommendations of the Insurance Development and Regulatory Authorities.

"Introduction of such standard rate without consulting with exporters is not right."

Similarly, the authorities of Chittagong port did not reduce the charges on garment export, although Prime Minister Sheikh Hasina assured to do so in her Batexpo speech in 2009, he said.

Mohiuddin urged the government to construct central effluent treatment plants (CETPs) in different industrial zones as entrepreneurs cannot set up such costly facilities individually.

Officials of the Department of Environment fine garment owners irrationally for not having ETPs at the factories or for partial operations of water and chemical treatment at their premises, he said.

Jahangir Alamin, president of BTMA, said poor supply of gas is hampering production in factories seriously.

"I need 10 PSI (per square inch), but I receive only 3 PSI during the peak of production. But owners have to pay the government at the rate of 10 PSI," he said.

He urged the government to introduce electronic gas metres at the factories for measuring gas pressures correctly.

শুক্রবার ৩ ফেব্রুয়ারি ২০১২ | আমার দেশ

সংবাদ সম্মেলনে ব্যবসায়ী নেতাদের অভিমত

সরকারের কারণেই অর্থনীতিতে চাপ

গতকাল বিজিএমইএ ভবনে তিন সংগঠনের আয়োজনে সংবাদ সম্মেলনে বক্তৃতা করেন মো. মহিউদ্দিন

অর্থনৈতিক রিপোর্টার

বর্তমানে দেশে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ সঙ্কট, বৈদেশিক লেনদেনের ভারসাম্যে চাপ, টাকার অব্যাহত অবমূল্যায়ন ও তারল্য সঙ্কট ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য বড় হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংক ঋণের ওপর বেঁধে দেয়া সুদের সর্বোচ্চ (১৩ শতাংশ) সীমা প্রত্যাহার করার পর তফসিলি ব্যাংকগুলো অনেক বেশি হারে সুদ আরোপ করছে। উপরন্তু বাংলাদেশ ব্যাংক মুদ্রাস্ফীতি কমানোর জন্য মুদ্রানীতিতে প্রাইভেট সেক্টরে ঋণ প্রবাহ কমিয়ে আনার পরিকল্পনা করেছে। ব্যাংকিং খাত থেকে সরকারের মাত্রাতিরিক্ত ঋণ গ্রহণের কারণেই বাংলাদেশ ব্যাংক এ ধরনের নীতি গ্রহণ করছে। যা শিল্পের ওপর চাপ সৃষ্টি করে অর্থনীতিকে চাপপূর্ণ করে তুলেছে। বাংলাদেশ গার্মেন্টস ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (বিজিএমইএ) সভাপতি সফিউল ইসলাম মহিউদ্দিন এসব কথা বলেন। গতকাল বিজিএমইএ কনফারেন্স রুমে তৈরি পোশাক শিল্প ও বস্ত্র শিল্পের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিজিএমইএ, বিকেএমইএ ও বিটিএমএ'র যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা বলেন তিনি। সংবাদ সম্মেলনে বিকেএমইএ'র ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম, বিটিএমএ সভাপতি জাহাঙ্গীর আলামীন ও বিজিএমইএ'র অন্য নেতারা উপস্থিত ছিলেন। সফিউল ইসলাম তার বক্তব্যে বলেন, ২০১১-২০১২ অর্থবছরের (জুলাই-ডিসেম্বর) ৬ মাসে আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় অর্জিত প্রবৃদ্ধি ১৬ দশমিক ৩৬ শতাংশ। গত অর্থবছরের একই সময়ে প্রবৃদ্ধি ছিল ৪২ দশমিক ১৯ শতাংশ। অতএব প্রবৃদ্ধির পরিমাণ এ বছর অনেক কমেছে। চলতি অর্থবছরের প্রথম ছয়মাসে লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় প্রকৃত রফতানি ২ দশমিক ৮৬ শতাংশ কমেছে। তবে সবচেয়ে বেশি আশঙ্কার বিষয় হলো এ সময়ে পোশাক শিল্পের প্রতিযোগী ক্ষমতা কমে এসেছে। তার ওপর সরকার কর্তৃক গৃহীত অসময়োপযোগী কিছু সিদ্ধান্তের ফলে শিল্প মালিকদের মধ্যে নতুন করে আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে। সরকারের বিভিন্ন অসহযোগিতাপূর্ণ কাজের কারণে অনেক সময় শিল্প মালিকরা শ্রমিকদের বেতন দিতে হিমশিম খাচ্ছেন। ফলে শিল্প শ্রমিকদের মধ্যেও একটি চাপা ক্ষোপ বিরাজ করছে, যা যেকোনো মুহূর্তে বিস্ফোরিত হতে পারে। সফিউল ইসলাম বলেন, সাম্প্রতিক সময়ে অর্থনীতিতে বিভিন্নমুখী চাপ সৃষ্টি হয়েছে। রেমিট্যান্স ও রফতানি খাতে প্রবৃদ্ধি মন্থর হয়ে পড়তে পারে বলে সংশয় প্রকাশ করেছেন খোদ অর্থমন্ত্রী। এর মধ্যে পোশাক শিল্পকে ঘিরে চলছে নানা অপতৎপরতা। এ শিল্পের বিকাশ রুখতে একটি স্বার্থান্বেষী মহল তৎপর হয়ে উঠেছে বলেও মন্তব্য করেন তিনি। সফিউল ইসলাম বলেন, বর্তমানে শিল্পের জন্য একটি বড় প্রতিবন্ধকতা হলো গ্যাসের প্রেসার কমে যাওয়া এবং সরবরাহ না থাকা। তিনি বলেন, সম্প্রতি পোশাক শিল্পের ঘনীভূত অঞ্চলগুলোতে বিশেষকরে গাজীপুর, কোনাবাড়ী, নারায়ণগঞ্জ, চট্টগ্রাম ও নরসিংদী এলাকায় গ্যাসের প্রেসার মাত্রাতিরিক্তভাবে কমে গেছে। এর ফলে এসব এলাকার পোশাক কারখানাগুলোতে ডাইং ও ফিনিশিং প্রক্রিয়া মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। তিনি বলেন, গ্যাসের প্রেসার বৃদ্ধি করার জন্য মনোহরদি-ধনুয়া-এলেঙ্গা সংযোগ লাইনে বুস্টার কম্প্রেসার স্থাপনের জন্য আমরা অনুরোধ করেছিলাম। কিন্তু সরকারের সঠিক সিদ্ধান্ত ও সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোর সমন্বয়হীনতার অভাবে শিল্প আজ হুমকির মুখে। তিনি আরও বলেন, গ্যাসের সরবরাহ পর্যাপ্ত না থাকলেও ইলেকট্রনিক ভলিউম মিটারের ব্যবহার না থাকায় আমাদের বিল দিতে হচ্ছে অনেক বেশি।

সরকারের ভুল সিদ্ধান্তের কথা উল্লেখ করে সফিউল বলেন, বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট স্টেক হোল্ডারদের সঙ্গে কোন ধরনের আলোচনা ছাড়াই বিজিএমইএ, বিকেএমইএ এবং বিটিএমএ'র অন্তর্ভুক্ত সব রফতানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রচলিত প্রিমিয়াম রেট (স্পেশাল রেট) বাতিল করে নরমাল রেট চালু করার অনুচিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। চট্টগ্রাম বন্দর দিয়ে মাল অফ ডকের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ডিপো বেআইনিভাবে অতিরিক্ত মুভমেন্ট চার্জ ও ভ্যাট আদায় করছে। কোনো ক্ষেত্রে চার্জ ২৩০ শতাংশেরও বেশি বৃদ্ধি করা হয়েছে। এসব অবস্থার নিরসনে সরকারকে এ শিল্পের কল্যাণে ভূমিকা রাখতে তিনি আহ্বান জানান।